যুগান্তর

তারিখ ... 25 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বৃহস্পতিবার এসএসসি পরীক্ষা

৪৮ ভাগ শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না

যুগান্তর রিপোর্ট

এবার ৪৮ ভাগ এসএসসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে না। আগামী বৃহস্পতিবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সঙ্গে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করেছিল প্রায় ১২ লাখ ৫৯ হাজার ছাত্রছাত্রী। অথচ দু'বছর পর পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ৬ লাখ ৫২ হাজার। বাকি ৬ লাখ ৬ হাজার শিক্ষার্থীই এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এদের মধ্যে ছাত্রী ৩ লাখ ৪৩ হাজার। দারিদ্র্য, প্রাইভেট প্রথা, বাল্যবিবাহ, আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এর জন্য দায়ী করেন সংশ্লিষ্টরা। অনেকে স্বল্পসংখ্যক উপবৃত্তিকেও এজন্য দায়ী করেন।

বৃহস্পতিবার সারাদেশে একযোগে শুরু হচ্ছে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। এতে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষার্থীসহ মোট ১০ লাখ ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে। এর মধ্যে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী ৭ লাখ ৫৩ হাজার ৯৫৭ জন। ৯ বোর্ডের ১০ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ লাখ ৫২ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী। বাকিরা বিগত কয়েক বছরে ফেল করা। এ সংখ্যা ৩ লাখ ৬ হাজার। আজ দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও সরকার দেশে ১৯৯৪ সাল থেকে পৃথকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৫৩০ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। শর্ত শিথিল করায় ২০০১ সালে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৮ লাখ ২৮ হাজার ১৫৪ জন। শর্ত কড়াকড়ি করা হলে ২০০৬ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা কমে আসে ২৩ লাখ ৫৯ হাজার ৮০২ জনে। বিশেষ করে সরকারি প্রকল্পে শর্ত কড়াকড়ি করা হলে ২০০১ সালে ২৫ লাখ ১০ হাজার ৩৫৩ জন থেকে ২০০৬ সালে ছাত্রীর সংখ্যা নেমে আসে ১৩ লাখ ৯৬ হাজারে। উপবৃত্তি প্রকল্পে ৫ বছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা কমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে। এক জরিপে দেখা যায়, বাদ পড়া মেয়েদের সবাই দরিদ্র পরিবারের। একটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নাম প্রকাশ না করে বলেন, পরিসংখ্যানে তারা দেখেছেন, পরীক্ষায় অংশ না নেয়া ছাত্রীদের প্রায় সবাই দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তান এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের। বাল্যবিবাহ ছাড়াও চরম দারিদ্র্য এর অন্যতম কারণ। তিনি আরও বলেন, তাদের কাছে প্রায়ই অভিযোগ আসে, শিক্ষকরা ক্লাসরুমে ঠিকমতো পড়ান না। তাছাড়া সিলেবাস কঠিন এবং উপবৃত্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর লাভের শর্ত থাকায় পরীক্ষায় ভালো ফল করা জরুরি। আর এর জন্য প্রাইভেট পড়াতে যে অর্থ দরকার তা চালানোর সামর্থ্য নেই অনেক অভিভাবকের। আর অশিক্ষিত অনেক বাবা-মা নিজেও সন্তানকে পড়াতে পারেন না। ফলে অনিবার্য হয় ড্রপআউট। সে ক্ষেত্রে অনেককেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষা বর্ষে নবম শ্রেণীতে ২ লাখ ৯৪ হাজার শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে। কিন্তু এদের মধ্যে এবার ১ লাখ ৩৫ হাজার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ১৬ হাজার রেজিস্ট্রেশন করেছিল নবম শ্রেণীতে। যাদের মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাজার শিক্ষার্থী বসছে পরীক্ষায়। এভাবে কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ১৬ হাজার রেজিস্ট্রেশনকারীর মধ্যে ৪৭ হাজার ৬২৪, যশোর বোর্ডের ১ লাখ ৩১ হাজারের মধ্যে ৬৬ হাজার ৩০২ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭১ হাজার ৫৭৭ জনের মধ্যে ৩৪ হাজার ৫৫৫ জন, বরিশাল বোর্ডে ৫৪ হাজার ৫৮৩ জনের মধ্যে ২৮ হাজার ৭৩৯ জন, সিলেট বোর্ডে ৪৩ হাজার ৯৮৭ জনের মধ্যে ১৬ হাজার ৫৪৬ জন পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছে। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিলে ২ লাখ ২৬ হাজারের মধ্যে ১ লাখ ৩৯ হাজার আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১ লাখ ২ হাজারের মধ্যে ৫২ হাজার ২০৩ জন পরীক্ষা দেবে।